৫৩

ভোরের কাগজ

তারিখ 05 APR 1998
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচির কি হবে?

কিশোরগঞ্জ জেলার ৩২১টি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

সাইফুল হক মোল্লা দুলু : কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি থানার ৩২১টি গ্রামে কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে জেলায় সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ১৩টি থানায় ৮০৮টি সরকারি ৪০৫টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড ও ১০৮টি রেজিস্ট্রেশনবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

জেলার কটিয়াদী থানার ৪৯ পাকুন্দিয়ার ১২ তাড়াইলে ২০, কুলিয়ার চরে ১৬, কিশোরগঞ্জ সদরে ১৮, করিমগঞ্জে ৫০, ভৈরবে ২৩, বাজিতপুরে ৯টি, হোসেনপুরে ২৭, হাওর থানার মিঠামনে ২৫, ইটনায় ৩৪, অষ্টগ্রামে ৯, ও নিকলী থানার ২৯টি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

সরকারি জরিপ থেকে জানা যায়, চলতি বছর সারা জেলায় ৩ লাখ ৬১ হাজার ৬০৩ জন ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সারা জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৪ লাখ ৩০ হাজার ৭৬৫ জন। সারা জেলায় প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে বলে বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রধানের অভিমত।

সরকারি নিয়ম বহির্ভুতভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনই এর অন্যতম কারণ বলে জানা গেছে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই কিলোমিটার এলাকায় নতুন কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার বিধান না থাকলেও জেলার কোথাও কোথাও শিক্ষা বিভাগের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় দুই কিলোমিটারের মধ্যে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো এলাকায় ৮-১০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। দূরত্বের কথা চিন্তা করে অনেক অভিভাবক ও দরিদ্র লোকজন তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠান না। কখনো ভর্তি করলেও পরের বছর আর সেই ছাত্রছাত্রীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষকরাও তাদের খোঁজ-খবর নিতে পারেন না।

জেলার হাওরের থানা ইটনা, অস্টগ্রাম, মিঠামন, নিকলীতে বর্ষা মৌসুমে সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাবে প্রায় ২০ হাজার ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় বলে মিঠামন থানার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এডভোকেট জিল্লুর রহমান ভোরের কাগজকে জানান।

এছাড়া অজ্ঞতা কুসংস্কারও দরিদ্রতার কারণেও অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ব্যর্থ হয়। এদিকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ বন্ধ থাকায় এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবকদের অনেকেই নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়েও ভবিষ্যতের কথা ভেবে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একেবারেই হচ্ছে না।